ইবি বিভিন্ন উপাচার্যের সময়ে অনিয়ম-দুর্নীতির খতিয়ান

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অনৈতিক কার্যকলাপের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশে গত ১১ বছর ১৩৭টি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩টি কমিটি সুষ্ঠুভাবে বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট দাখিল করলেও বাকি কমিটিগুলো এখনও রিপোর্ট প্রদান করেনি।

১৯৮৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়ে আসেন। তার সময়ে লাইব্রেরির বই কেনা বাবদ ২৩ লাখ টাকার দুর্নীতি তদন্ত কাজের রিপোর্ট অদ্যবাধি চলছে। এছাড়া আইন বিভাগে মো: সোলায়মান নামের যে শিক্ষককে তিনি নিয়োগ দেন তার এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত কোন পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগ ছিল না। নিয়মানুসারে কোন প্রার্থীর ৩য় বিভাগ থাকলে তার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাগবে। লোক প্রশাসন বিভাগের নাসিমা বানুর ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে। এমনকি চাকরির ৩ মাসের মাথায় একজন শিক্ষককে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রমোশন দেয়া হয়। বর্তমান উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) আকাম উদ্দিন বিশ্বাসের সার্টিফিকেট রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। ১৯৯১ সালের ২০ জুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জিয়া পরিষদের সদস্য প্রফেসর আবদুল হামিদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে আসেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে তিনি জামায়াতপন্থী এক শিক্ষকের স্ত্রীকে সম্পূর্ণ অনিয়ম করে ভর্তি করেন। ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হওয়া ওই ছাত্রীর নাম মনোয়ারা। এমনকি তার এসএসসি পাসের সাল ছিল ১৯৮৬।

উপাচার্য আবদুল হামিদ মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. আশরাফ আলীকে রেজিস্ট্রার পদসহ ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে পরিসংখ্যান ও গণিত বিভাগ চালুর কথা থাকলেও তিনি তা বন্ধ করে দেন। তৎকালীন ট্রেজারার লুৎফর রহমানকে দুই হাজার টাকা সম্মানী প্রতিশ্রুতিতে নিয়োগ দিলেও কোষাধ্যক্ষ তার সুসজ্জিত বাসা ব্যবহার করাসহ মাসে ১৩ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন। সে সময় কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কোষাধ্যক্ষের বহিষ্কার দাবি করে কর্মচারীরা ৩ নভেম্বর '৯৭ থেকে ১৭ নভেম্বর '৯৭ পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করে। কিন্তু উপাচার্য ওই দুর্নীতিবাজ কোষাধ্যক্ষের পক্ষাবলম্ব করেন। উপাচার্য হামিদ প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ১৬ হাজার টাকা উত্তোলন করেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে। ১৯৯৫ সালের ৯ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইনাম-উল-হক উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট ঘাটতির

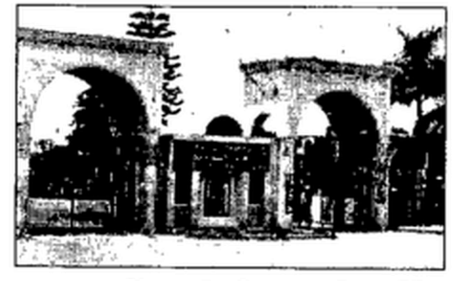

ফলে চরম আর্থিক সংকট সৃষ্টি হলেও অনিয়ম দুর্নীতির মাত্রা বাড়তে থাকে। এ সময় তৎকালীন জিয়া পরিষদের সভাপতি ড. মোশাররাফ হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মভঙ্গ করে পদোন্নতি দেয়া হয়। একইভাবে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. মামুনকে প্রফেসর এবং একই বিভাগের ড. আ ন ম রেজাউল করিম ও আবুল কালাম আজাদকে সহকারী অধ্যাপক করা হয়। এছাড়াও তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত তোরাব আলী নিয়োগ পান ধর্মতত্ত্ব অনুষদের আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে। ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর উপাচার্য হয়ে আসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রফেসর কায়েস উদ্দিন। তার সময়ে চুরি হয়ে যাওয়া ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি বিভাগের ৪০টি কম্পিউটারের হদিস মেলেনি এখনও। চুরি তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটি আজও রিপোর্ট দেয়নি। প্রফেসর কায়েস উদ্দিনের সময় বিজ্ঞান অনুষদের কিছু উন্নয়ন হলেও অতিরিক্ত শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার কারণে এবং বাজেট ঘাটতির দারুণ বিশ্ববিদ্যালয় চরম অর্থ সংকটে পড়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন ২০০০ সালের ২০, অক্টোবর।

একটি বিশেষ মহলের অসহযোগিতা এবং আর্থিক সংকটের জন্য তার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। তবে তার সময়ে গঠিত কিছু তদন্তকমিটি সময় মতো রিপোর্ট প্রদান করে। কিন্তু জিয়া পরিষদ ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষক সংগঠনের চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর মু. মুস্তাফিজুর রহমান সর্বশেষ ভিসি নিযুক্ত হন। প্রফেসর মুস্তাফিজ দায়িত্ব গ্রহণের পর কোণঠাসা হয়ে পড়েন স্বাধীনতার পক্ষের এবং আওয়ামী পন্থী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। একটি বিশেষ শিক্ষক মহল তার কাছ থেকে অবৈধভাবে অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণ করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রগতিশীল শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর প্রশাসনসহ একাডেমিক সেকশানগুলোতে ব্যাপক রদবদল করে অধিকাংশ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ছাত্রছাত্রীদের সমালোচনার মুখে পড়েন। চরম আর্থিক সংকটকে উপেক্ষা করে প্রায় ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়। এ বছর ১০ এপ্রিল ইবির প্রকৌশল অফিসে প্রায় ৩২ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়। এ সংক্রান্ত এক তদন্তকমিটি গঠিত হলেও এখন পর্যন্ত কমিটি রিপোর্ট দেয়নি। একটি বিশেষ পক্ষের প্রতি উপাচার্যের আন্তরিকতা আছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। উপাচার্য প্রথম দিকে সেশনজট নিরসনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের অঙ্গীকার করলেও প্রশাসনের দুর্নীতির কাছে স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম।